ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
সম্পত্তি বিভাগ

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মুলমন্ত্র

স্মারক নং ৪৬.১০.০০০০.০২০.০০.২৮....১৯ তারিখঃ ২০/০২/২০১৯ খ্রিঃ

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

০১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০২.	সংস্থার নাম	ঃ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
০৩.	দরপত্র আহবানকারী বিভাগ	ঃ	সম্পত্তি বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
০৪.	প্রকিউরমেন্ট মেথড	ঃ	বাংলাদেশ ফরম নং- ''pw-1''সংযুক্ত দরপত্র সিডিউল ক্রয় করতে হবে এবং সীলমোহরকৃত দরপত্র দাখিলের সময় খামের উপর ইজারা মহলের নাম উল্লেখ করতে হবে।
০৫.	ইজারার মেয়াদ কাল	ঃ	কার্যাদেশের তারিখ থেকে ১ (এক) বছর মেয়াদে।
০৬.	জামানতসহ দরপত্রের সাথে যে সকল দলিল জমা দিতে হবে।	ঃ	(১) ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাসপোর্ট সাইজের ছবি-২ কপি। (২) কাউন্সিলর/ চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত জাতীয় সনদপত্র বা জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। (৩) টি আই এন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (৪) কোম্পানীর ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি দরপত্র দলিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে (৫) উদ্ধৃত দরের উপর ৩০%(শতকরা ত্রিশ ভাগ) জামানতের অর্থ ঢাকাস্থ যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে মাননীয় মেয়র এর অনুকূলে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট দরপত্রের সাথে জমা দিতে হবে (৬) সিডিউল ক্রয়ের চালান কপি।
০৭.	সিডিউল ক্রয়ের টাকা জমা দেয়ার খাত	ঃ	বর্ণিত হাটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সিডিউল মুল্য বাবদ নির্ধারিত অর্থ ব্যাংক চালানের মাধ্যমে চলতি হিসাব নং ৩৩০০৪১১৮, সোনালী ব্যাংক গুলশান নিউ নর্থ সার্কেল টাকা জমাদান পূর্বক উপর্যুক্ত কার্যালয় সমুহ হতে অফিস চলাচালীন সময় পর্যন্ত সিডিউল ক্রয় করা যাবে।
০৮.	সিডিউল বিক্রির স্থান ও সময়।	ঃ	(১) কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ, গুলশান সেন্ট্রাল পয়েন্ট, প্লট নং-২৩-২৬,রোড নং-৩৬, গুলশান-২ সেন্ট্রাল পয়েন্ট নগর ভবন, ৮ম তলা (২) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার দপ্তর, ১০ম তলা এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় হতে অফিস চলাকালীন সময়ে সিডিউল ক্রয় করা যাবে।
০৯.	দরপত্র জমা দেয়ার স্থান	ঃ	বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা এর কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, সম্পত্তি বিভাগ, গুলশান সেন্ট্রাল পয়েন্ট, প্লট নং-২৩-২৬,রোড নং-৩৬, নগর ভবন, ১০ম তলা ও সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১০.	দরপত্র খোলার স্থান	ঃ	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার দপ্তর, ইউনিমার্ট ভবন, গুলশান-২ সেন্ট্রাল পয়েন্ট ১০ম তলা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

১১. সিডিউল ক্রয়ের তারিখ দরপত্র জমা দেয়ার তারিখ ও খোলার সময় নিম্নরূপঃ

দরপত্র আহবানের পর্যায়ে	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের শেষ তারিখ	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র বাক্স ও খাম খোলার তারিখ ও সময় (দরদাতা বা প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যদি থাকে)।
১ম পর্যায়ে	২৭/০১/২০১৯ তারিখ	২৮/০১/২০১৯ সকাল-৯টা হতে দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।	২৮/০১/২০১৯ দুপুর ২.৩০ টা।
২য় পর্যায়ে	১৩/০২/২০১৯ তারিখ	১৪/০২/২০১৯ সকাল-৯টা হতে দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।	১৪/০২/২০১৯ দুপুর ২.৩০ টা।
৩য় পর্যায়ে	০৩/০৩/২০১৯ তারিখ	০৪/০৩/২০১৯ সকাল-৯টা হতে দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।	০৪/০৩/২০১৯ দুপুর ২.৩০ টা।

১২.	গৃহীত দরপত্রের ক্ষেত্রে আর্থিক জমা দেয়া ও কার্যাদেশ গ্রহণ।	ঃ	দরপত্র গৃহীত হওয়ার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে (১) দরমুল্যঃ জামানত ব্যতীত অবশিষ্ট অর্থ। (২) ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) মূল্য সংযোজন কর (৩) ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) আয়কর (৪) ইজারামূল্যের উপর ৫% হারে জামানতসহ মাননীয় মেয়র,ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর অনুকূলে ঢাকাস্থ যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জমাদান পূর্বক কার্যাদেশ গ্রহণ করতে হবে।
১৩.	বিবিধ	ঃ	(১) এই বিষয়ে শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পত্তি বিভাগ হতে (অফিস চলাকালীন সময়ে) জানা যাবে। বিজ্ঞপ্তিটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়েব সাইট (www.dncc.gov.bd) পাওয়া যাবে। (২) শর্তাবলী সিডিউলের অংশ হিসাবে গন্য হবে। (৩) কর্তৃপক্ষ তালিকা হতে যে কোন হাট/ইজারা মহল বাতিল করতে পারবে। (৪) উপর্যুক্ত বিষয় সমুহে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(অপর পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য)।

১৪. **কাজের বিবরণঃ**

ক্রমিক নং	দরপত্রের বিবরণ	সরকারি মূল্য	সিডিউল মুল্য (অফেরযোগ্য)।
১.	১৪২৬ বঙ্গাব্দের জন্য মিরপুর গাবতলী গবাদি পশুর হাট ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে।	১২,১৯,৯১,৮৬৭/-	২,৪৪,৪০০/-

স্বাক্ষরিত/-
প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
ফোন নং-৯৮৫০৯২২
তাং৩০/০১/২০১৯ খ্রিঃ

স্মারক নং ৪৬.১০.০০০০.০২০.০০.২৮...১৯

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, সিপিটিইটিউ, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ব্লক-১২ (তৃতীয় তলা) শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৩। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৪। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
৫। সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৭। সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং...............ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
৮। .... (সকল বিভাগীয় প্রধান) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
৯। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১,২,৩,৪ ও ৫ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা-(দরপত্র খোলার নির্ধারিত তারিখে প্রাপ্ত দরপত্র যথাসময় সীলগালাসহ সম্পত্তি বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধসহ)
১০। প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
১১। সিষ্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি সেল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা (বিজ্ঞপ্তিটি কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
১২। মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
১৩। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা-(দরপত্র খোলা কমিটির সদস্য হিসেবে দরপত্র বাক্স খোলার সময় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধসহ)।
১৪। উপ-পুলিশ কমিশনার, গুলশান সার্কেল, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ,ঢাকা।
১৫। জনসংযোগ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা, তাঁকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি জরুরী ভিত্তিতে বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।
১৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
১৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গুলশান থানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ,ঢাকা।
১৮। হিসাব রক্ষক, হিসাব বিভাগ, গুলশান সেন্ট্রাল পয়েন্ট, প্লট নং-২৩-২৬,রোড নং-৩৬, নগর ভবন, ৮ম তলা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
১৯। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, পিতা-মৃত- হাজী নুরুল ইসলাম, ১৬৭/ক, বাগবাড়ী, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকা (১৪২৪ বঙ্গাব্দের ইজারাদার)।
২০। অফিস কপি।

সম্পত্তি কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা

মিরপুর গাবতলী গবাদী পশুর হাট ইজারা সংক্রান্ত শর্তাবলি

১. ইজারা গ্রহীতা মিরপুর গাবতলী গবাদী পশুর হাটের সীমানা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করবেন তথা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের স্বত্ব স্বার্থ এবং সুবিধাদি রক্ষা করতে বাধ্য থাকবেন।

২. ইজারা গ্রহীতা নিয়ম ও বিধান অনুযায়ী অনুমোদিত হারে সংযুক্ত তালিকা মতে হাসিল (ফিস) আদায় করবেন এবং অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত হাসিল (ফিস) আদায় করতে পারবেন না।

৩. হাসিল (ফিস) আদায়ের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত বহি ছাড়া ইজারার জন্যে অন্য কোন প্রকার রশিদ বহি/রেকর্ড বহি তৈরী ও ব্যবহার করতে এবং বল প্রয়োগ পূর্বক অতিরিক্ত হাসিল (ফিস) আদায় করতে পারবেন না এবং লোকজনকে অথবা ক্রেতাদেরকে কোন প্রকার হয়রানি করতে পারবেন না।

৪. ইজারাদার এ মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করবেন যে, গবাদী পশুর হাট তিনি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট উপ ইজারা/ইজারা (সাব লিজ) দিতে পারবেন না। ইজারাদার চুক্তিপত্রের এ অঙ্গিকার ভঙ্গ করলে বিনা নোটিশে এ ইজারা বাতিল হয়ে যাবে জামানত বাজেয়াপ্তসহ ক্ষতিপুরণ আদায় করা হবে।

৫. বিধি ও নিয়মানুযায়ী হাসিল (ফিস) আদায় করা হয় কি-না তা পরিদর্শনে ও তদারকী করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবাধে ও স্বাধীনভাবে গবাদী পশুর হাটে প্রবেশ করতে পারবেন । এতে ইজারা গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। কোন প্রকার বাধা প্রদান বা কোন রকম ওজর আপত্তি করতে পারবেন না।

৬. দরপত্রে অংশ গ্রহণকারী দরদাতাগণকে উদ্ধৃত মূল্যের ৩০% (শতকরা ত্রিশ ভাগ) অর্থ তাদের নিজ নামে ক্রয়কৃত ঢাকা মহানগরীর যে কোন সিডিউল ব্যাংক এর পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দরপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। উক্ত টাকা হতে ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) অর্থ ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং বাকী ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) অর্থ জামানত হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। ইজারা গ্রহীতা নিয়মিত হাট-বাজার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না করলে বা অন্য কোন ক্ষতি সাধন করলে বা শর্ত লংঘন করলে উক্ত জামানত হতে তা কর্তন করা হবে। বছর সমাপনান্তে অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করা হবে। নতুবা দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭. অনুমোদিত দরের উপর ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) হারে মূল্যসংযোজন কর এবং ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে আয়কর এবং উদ্ধৃত দরের অবশিষ্ট ৭৫% (শতকরা পঁচাত্তর ভাগ) অর্থ দরপত্র অনুমোদনের পত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় তার দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং দরপত্রের সঙ্গে দাখিলকৃত সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৮. হাটের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ফি বাবদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অনুমোদিত দরদাতা কর্তৃক চুক্তিপত্র সম্পাদন ও দখলপত্র হস্তান্তরের পূর্বেই এককালীন প্রশাসক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বরাবর ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের নিশ্চিয়তা জামানত হিসেবে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা জমা দিতে হবে। মেয়াদান্তে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পর বিদ্যুৎ বিলের নিশ্চিয়তা বাবদ জামানত হিসেবে জমাকৃত টাকা ফেরত দেয়া হবে।

৯. সর্বোচ্চ ডাককারী ইজারা প্রাপ্তির তারিখ হতে নিজ দায়িত্বে পশুর হাটের বিদ্যুৎ, পানি পয়ঃ বিল পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর পরিশোধিত বিলের কপি এ অফিসে দাখিল করতে হবে এবং নিজ দায়িত্বে ইজারাদারকে হাটের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করতে হবে।

১০. জনস্বার্থে প্রয়োজনবোধে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন যে কোন সময় বর্ণিত শর্তাবলির সংগে যে কোন নতুন শর্ত সংযোজন করতে পারবে।

১১. দরপত্রের সাথে দরদাতার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা যেমন- নাম, পিতার নাম, গ্রাম, পোঃ, থানা ও জেলা উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলার/ আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা/ ১ম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র, জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, টি আই এন সার্টিফিকেট এর ফটোকপিসহ সম্প্রতিতোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি ছবি অবশ্যই দরপত্রের সহিত জমা করতে হবে।

১২. অনুমোদিত ইজারাদারকে কর্পোরেশনের সহিত ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

১৩. কোনরূপ ঘষা-মাজা, ওভার রাইটিং এবং কাগজপত্রের ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৪. দরপত্র দাতাকে দরপত্র সিডিউলে স্বাক্ষর করতে হবে।

১৫. ইজারাদার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে যোগাযোগ করে হাট চলাকালীন সময়ে হাট এলাকার নিজ খরচে পুলিশ/ আনসার মোতায়েনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া হাটের নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব কর্মী নিযুক্ত করবেন।

১৬. ইজারাদার জোর পূর্বক কোন পশুকে হাটে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করতে পারবেন না এবং হাটের আশে পাশের সড়কপথ বা জলপথ দিয়া গমনকারী কোন পশুর উপর জোর পূর্বক কোন হাসিল (ফিস) আদায় করতে পারবেন না।

১৭. ইজারাদার নিজ ব্যবস্থাপনায় হাটের চৌহদ্দি সংরক্ষণ পুর্বক চৌহদ্দির বাইরে যাতে পশুর হাট প্রসারিত না হয় তা নিশ্চিত করবেন।

১৮. পবিত্র ঈদ উল আযহার সময় ইজারাদারকে নিজ ব্যবস্থাপনায় হাটের বিভিন্ন স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক জাল নোট সনাক্তকারী মেশিন স্থাপন করতে হবে।

১৯. কোন রূপ ঘষা-মাজা, ওভার রাইটিং এবং কাগজপত্রের অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২০. উপরিউক্ত শর্তাবলির যে কোন একটি অমান্য বা ভঙ্গ করলে ইজারা সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে।

২১. **১৪২৫ সনের জন্য হাসিল/টোল হার ঃ**

(ক) সাধারণ ক্রেতার জন্য	ঃ প্রতিটি পশুমূল্যের উপর ৩.৫০% (শতকরা তিন টাকা পঞ্চাশ) টাকা হিসেবে।
	ঃ (ঈদউল আযহা উপলক্ষ্যে ৪ (চার)দিন ৫% হিসাবে)
(খ) মাংস ব্যবসায়ীদের জন্য	ঃ ছাগল ও ভেড়া প্রতিটি ৩৫/- (পয়ত্রিশ) টাকা।
	ঃ গরু প্রতিটি ১০০/- (একশত) টাকা।
	ঃ মহিষ প্রতিটি ১৫০/- (একশত) টাকা।